দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

078

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষকদের কাছে প্রত্যাশা

অন্যান্য আর দশটি দেশের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও আমাদের দেশ অনুন্নত। বিশেষতঃ শিক্ষার, যেখানে শুরু অর্থাৎ শিক্ষার সূচীগৃহ প্রাথমিক পর্যায়েই নানা প্রকার অনিয়ম উশৃঙ্খলতা দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে হতাশা ব্যঞ্জক করে তুলছে।

স্কুলগৃহ, স্কুলের আসবাবপত্র যথাঃ বেঞ্চ টেবিল, বোর্ড এবং অন্যান্য দ্রব্যদির কোনটাই সন্তোষজনক নয়। বিভিন্ন সময়ে সরকার বিনামূল্যে বই, কাগজ, পেনসিল প্রভৃতি দেবার কথা ঘোষণা করে থাকেন কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা তা ঠিকমত না পাওয়ার বিষয়ে স্কুলসমূহের শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ এবং সরকারী শিক্ষা বিভাগ কতখানি সজাগ এবং কর্তব্য পরায়ণ তা কেও জানে না।

সম্প্রতি নানামহল থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে, সরকারী শিক্ষা বিভাগের উদারনীতীর জন্য প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ একদম উশৃঙ্খল হয়ে পড়েছেন। একথা তো সবাই জানেন যে, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের সুবিধের জন্য তাদেরকে নিজ নিজ এলাকার স্কুলে পোষ্টিং করেছেন। উপরন্ত প্রাথমিক শিক্ষকগণ এখন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রায় সমান বেতন পেয়ে থাকেন। শিক্ষকদের অভাব অভিযোগ ও দারিদ্র্যের কথা বিবেচনা করেই সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের এই আর্থিক সুবিধা দান করেছেন। কিন্তু শিক্ষকগণ তার বিনিময়ে কর্তব্যে আরো সচেতন না হয়ে বরং অতিরিক্ত অর্থোপার্জনের জন্য এখন তারা নিজ নিজ ঘর-সংসার ও ক্ষেত-খামারের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়েছেন। শোনা যায় এখন নাকি কোন কোন শিক্ষক দিনে যে কোন সময় একবার অথবা সপ্তাহে একবার স্কুলে গিয়ে হাজিরা খাতায় সাক্ষর করেন।

এমনো জানা গেছে যে, কোন কোন স্কুলের শিক্ষকগণ শুধু বেতনের বিল তৈয়ার করার জন্য মাসে একবার স্কুলে যাওয়া আসা করেন খবরটি কতখানি সত্য আমরা জানিনা সত্য না হোক তাই আমাদের কামনা কিন্তু যদি সত্যই হয়ে থাকে তবে এরূপ প্রাথমিক শিক্ষা জাতির আত্মহনন ছাড়া আর কি?

এ অবস্থায় কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা কি করছে, পড়াশুনা তাদের কতখানি হচ্ছে বা হচ্ছে না সে সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষা বিভাগ যদি খবরদারি না করেন তাহলে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অশিক্ষিত পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের তা জানার কথা নয়। এরূপ অবস্থার কোন প্রতিকারও তারা করতে সমর্থ নয়। এ পারিস্থিতিতে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণ যদি দায়িত্বশীল হন এবং নিজ নিজ স্কুল ও ছাত্র-ছাত্রীদের যত্ন নেন তাহলে এইদুঃখ জনক অবস্থার অবশ্যাই পরিবর্তন হবে এবং কোমল মতি ছাত্র-ছাত্রীগণ দেশের সম্ভবনাময় নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সৌভাগ্য লাভ করবে। এই স্কুল ও ছাত্র-ছাত্রদের গড়ে তোলার মহৎকাজের মাধ্যমেই তারা দেশ ও দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবেন। অবশ্য দেশবাসী যে তাদের প্রতিশ্রদ্ধাশীল নন তা সত্য নয় কিন্তু বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলগুলোর এবং তাতে শিক্ষার যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রাথমিক শিক্ষকগণ ছাত্র ও অভিভাবকদের শ্রদ্ধা বেশী দিন ধরে রাখতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে সংন্দহ ক্রমশঃ প্রবল হয়ে ওঠছে। কাজেই শুধুমাত্র দেশের এবং জাতির কল্যাণে নয় নিজ নিজ কল্যাণেও প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকবৃন্দকে সতর্ক ও দায়িত্ব এবং কর্তব্য কাজে সজাক ও তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

দাউদ খশরু

শিক্ষাঙ্গন

এই বিভাগে প্রকাশের জন্য দেশের চিন্তাশীল ব্যাক্তিদের নিকট থেকে গঠন মূলক লেখা অহবান করা যাচ্ছে। লেখা অবশ্য কগজের এক পৃষ্ঠায় সুন্দর হস্তাক্ষর লিখিতে হবে। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম ঠিকানা অবশ্য থাকতে হবে। খামের উপর 'শিক্ষাঙ্গণ' কথাটি লিখে দিতে হবে।

—সম্পাদক